RgKv‡jv GK mÜ¨vq...

KvRx dvnwibv Bmjvg wjwg

jv··-Avb›`avivi d‡Uv‡RwbK 2004

২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টা। সোনারগাঁ প্যান প্যাসেফিক হোটেলে বেশ জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল লাক্স-আনন্দধারা মিস ফটোজেনিক ২০০৪-এর অনুষ্ঠান। তার এই অনুষ্ঠানে বিজয়ের মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে লাক্স-আনন্দধারা মিস ফটোজেনিক ২০০৪ নির্বাচিত হন বন্দর নগরী চট্টগ্রামের মেয়ে কাজী ফাহরিনা ইসলাম লিমি। প্রথম রানার আপ হন রাজশাহীর মেয়ে তানজিকা আমীন এবং দ্বিতীয় রানার আপ হন ঢাকার মেয়ে সুমায়া ইসলাম।

বিজ্ঞাপন ছাপার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা এই সাত হাজার ছবি থেকে প্রাথমিকভাবে বাছাই হলো ৭০০ ছবি। এই ৭০০ ছবি থেকে প্রতি বিভাগ অনুযায়ী বাছাই করা হয় ২৫ জন করে। ৬ বিভাগ থেকে ১৫০ জন। এবং ঢাকা মেট্রো থেকে ২৫ জন। মোট ১৭৫ জন প্রতিযোগীকে বেছে নেয়া হলো আনন্দধারার ক্যামেরায় বন্দি করার জন্য। আর এ দায়িত্ব নিয়ে আনন্দধারার তিন ফটোগ্রাফার ছুটে গেলেন দেশের নানা অঞ্চলে। তুলে আনা হলো ১৭৫ জনের ছবি। সেখান থেকে প্রতি বিভাগ থেকে ১০ জন করে নির্বাচন করেন বিভাগীয় ভাবে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্য।

প্রত্যেক বিভাগের প্রতিযোগিদের নিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৭ ও ৮ ডিসেম্বর। গুলশানের স্পেক্ট্রা কনভেনশনে দিনব্যাপী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি ছিল বেশ জমকালো। প্রত্যেক বিভাগের প্রতিযোগীদের নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে মোট ৭টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এই দুই দিন। প্রতিযোগীরা মুখোমুখি হন বিজ্ঞ বিচারক প্যানেলের। শোবিজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষ ব্যক্তি অলঙ্কৃত করেছিলেন এই বিচারকমন্ডলীর প্যানেল। এরা হলেন বিশিষ্ট অভিনেতা আফজাল হোসেন, জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও নাট্যব্যক্তিত্ব সুবর্ণা মুস্তাফা, অভিনেতা তারিক আনাম খান, জাদু শিল্পী জুয়েল আইচ, বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও নাট্যব্যক্তিত্ব সারা যাকের, রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, অভিনেত্রী আফসানা মিমি, বন্যা মির্জা, কণ্ঠ শিল্পী সাফিন আহমেদ, খ্যাতিমান বিউটিশিয়ান কানিজ আলমান খান, প্রথম আলোর উপসম্পাদক ও নাট্যকার আনিসুল হক, পাক্ষিক আনন্দধারার নির্বাহী সম্পাদক ও নাট্যকার অরুণ চৌধুরী এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন প্রত্যেক বিভাগের প্রথম স্থান অধিকারীরা। অর্থাৎ ৬ বিভাগ থেকে ৬ জন ও ঢাকা মেট্রো থেকে ১ জন। মোট এই ৭ জন অংশ নেবেন মূল অনুষ্ঠানে। মূল অনুষ্ঠানে মঞ্চে উঠবেন ১২ জন প্রতিযোগী। ৭ জন নির্বাচিত হলেন, বাকি থাকে ৫ জন। এই ৫ জন নির্বাচন করা হলো আরেকটি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। এখানে অংশ নিলেন প্রত্যেক বিভাগ থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় রানারআপ বিজয়ী প্রতিযোগীরা। বিচারকমন্ডলীর মুখোমুখি হয়ে এখান থেকে নির্বাচিত হলেন ৫ জন।

প্রথমবারের মতো বসেছিলো এবার দশদিনের ট্রেনিং ক্যাম্প! উত্তরার একটি সিঙ্গেল ইউনিট বাড়িতে। নির্বাচিত হলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা প্রতিযোগিদের থেকে ১২ জন। এখন এই ১২ জন প্রতিযোগী অংশ নেবে বর্ণাঢ্য আয়োজনের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায়। যেনতেন ভাবে তো আর এতে অংশ নেয়া যায় না। তাদেরকে উপস্থাপন করা হবে দেশসেরা সুন্দরী হিসেবেই। কাজেই সবদিক থেকে উপযোগী করে তোলার জন্য ব্যবস্থা করা হলো ১০ দিনব্যাপী এক ওয়ার্কশপের। দেশের বিশিষ্ট কোরিওগ্রাফার, মডেল তুপার তত্ত্বাবধানে শুরু হয় এই ওয়ার্কশপ।

২২ ডিসেম্বর, ২০০৪। হোটেল সোনারগাঁ প্যান প্যাসেফিকের প্রধান ফটকের দু'পাশে হার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি তারাগুলো যেন জ্বলে উঠেছে। এর পাশ দিয়ে সিকিউরিটি ডোর অতিক্রম করে একে একে চলে আসছেন অতিথিরা। তখন সন্ধ্যা ৬টা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বলরুমের পাশের লবি মুখরিত। সেই সঙ্গে নানা উপাদেয় নাস্তা আর চা কফির ধোয়া। মুহূর্তেই যেন হয়ে ওঠে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশ।

সময় তখন ৭টা। অনুষ্ঠান শুরুর নির্ধারিত সময়। ততক্ষণে আমন্ত্রিত অতিথি দখল করে নেয় যার যার আসন। হঠাৎ করেই পুরো হলরুম অন্ধকার। তার মাঝেই মঞ্চে শোনা

¯‡ci gKU c‡i weR‡qi nvwm‡Z wjwg

wZb †mivi m›`ix : d‡UvMvdvii hLb e¨¯—

Dc¯vcKØq dqmj Avi evDwbqv

gv‡n›`¶‡Y i“Yv jvqjv co‡Qb †mivi m›`ixi bvg

mwÄe †gnZv I mvgvb Sv wekó AwZw_‡`i wb‡q

যায় নূপুরের রিনিঝিনি শব্দ। আলো জ্বলতেই দেখা যায় ৭ জন নৃত্যশিল্পী মঞ্চে উপবিষ্ট। বেজে উঠলো মিউজিক। তালে তালে নাচ। হালের সেনসেশন হাবিবের করা তিনটি মিউজিকের সঙ্গে পল্লবীর পরিচালনায় এই নাচটি দর্শক উপভোগ করেন বিপুল করতালির মাধ্যমে।

এরপর মঞ্চের পিছন থেকে ঘোষণা করা হয় এম.সি দ্বয় ফয়সাল ও ব্রাউনিয়ার নাম। তারা সপ্রতিভভাবে উপস্থিত হন মঞ্চে। আহবান জানান লাক্স-আনন্দধারা ফটোজেনিক ২০০৪ প্রতিযোগিতা উপভোগ করার জন্য। এর পরপরেই ভিন্ন আঙ্গিকে পরিচয় করে দেয়া হয় জুরিবোর্ডের ৯ জন সদস্যকে। যারা নানা ক্ষেত্রে বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। মঞ্চের দু'পাশের প্রোজেক্টে তুলে ধরা হয় জুরিবোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের পরিচিতি। জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পী নাট্যব্যক্তিত্ব সুবর্ণা মুস্তাফা, সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক, বিজিএমইএ সভাপতি ও জনপ্রিয় উপস্থাপক আনিসুল হক, অভিনেতা ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব এম.এ আলমগীর, নাট্য ব্যক্তিত্ব সারা যাকের, জনপ্রিয় অভিনেতা ও নির্মাতা জাহিদ হাসান, অভিনেত্রী ও নির্মাতা আফসানা মিমি, চিত্রশিল্পী কনকচাঁপা চাকমা এবং লাক্স সুন্দরী ও অভিনেত্রী অপি করিম।

wePviKgÛjx wQ‡jb bq Rb

Ri"ix Av‡jvPbvq GwkqvwUK cwZwbwa Kwb®‹, bi I meYv

এরপর মঞ্চে আহবান জানানো হয় ১২ জন প্রতিযোগীকে। একদল শিশু কবিতার সুরে টর্চের আলো খেলার মাধ্যমে মঞ্চে নিয়ে আসেন এই ১২ জনকে। প্রথমে আলো আঁধারিতে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা। তারপর একসঙ্গে জ্বলে ওঠে মঞ্চের সব আলো। মিউজিকের তালে অংশ নেন প্রথম ক্যাটওয়াকে। ক্যাটওয়াক শেষে এভির মাধ্যমে একে একে তুলে ধরা হয় তাদের ১২ সুন্দরীর পরিচিতি।

এই পরিচিতির পর মঞ্চ থেকে নেমে যান তারা। এম.সি ফয়সাল আর ব্রাউনিয়া আহবান জানান জনপ্রিয় দুই কণ্ঠশিল্পী তপন চৌধুরী ও শাকিলা জাফরকে। জনপ্রিয় গান মন শুধু মন ছুঁয়েছে গানটি গেয়ে সত্যিকার অর্থেই মন ছুঁয়ে যান দর্শকদের।

এরপর ভিন্ন সাজে মঞ্চে আবার ১২ সুন্দরী। এবার মধ্যমঞ্চে উঠে আসেন দেবেন তাদের বুদ্ধিমত্তা আর মেধার পরিচয় দিতে। মুখোমুখি হন ৯ বিচারকের ১২টি প্রশ্নের। এ পর্বটির জন্য আশ্রয় নেয়া হয়েছে এক অভিনব খেলার। ১২টি কার্ড দেয়া হবে ১২ প্রতিযোগীকে। একই রকম কার্ড দেয়া হবে ৯ জন বিচারকের হাতে। যে প্রতিযোগিতার সঙ্গে যে বিচারকের কার্ড মিলে যাবে তিনি হবেন সেই বিচারকের প্রশ্নের মুখোমুখি। খেলার পদ্ধতি বলার পর এম.সি ফয়সাল আর ব্রাউনিয়ার মধ্যে খুনসুটি লেগে যায় কে কার্ড নিয়ে যাবে বিচারকদের কাছে আর কে ১২ সুন্দরীর কাছে। ব্রাউনিয়া কোনো অবস্থাতেই ফয়সালকে ১২ সুন্দরীর কাছে রেখে যাবেন না। আর ফয়সালও যাবেন না তাদের ছেড়ে। শেষ পর্যন্ত জয় হয় ফয়সালের। তিনি ১২ সুন্দরীর হাতে তুলে দেন ১২টি কার্ড। আর ব্রাউনিয়া তুলে দেন ১২টি কার্ড ৯ বিচারকের হাতে। এর মধ্যে আলমগীর, সুবর্ণা। মুস্তাফা আর আনিসুল হক পান দুটি করে কার্ড। প্রশ্নোত্তর পর্বের পর বিচারকের রায়ে ১২ জন সুন্দরী থেকে নির্বাচিত হন ৬ জন। এরপর টপিক পর্ব। টপিক পর্বে ৬ জন প্রতিযোগী একটি বিষয় নিয়ে ১ মিনিট করে নিজস্ব বক্তব্য রাখেন। এ বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বিচারকের নাম্বারে নির্বাচিত হন প্রথম ৩ জন।

তারপর এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ...! ব্রাউনিয়ার কণ্ঠ থেকে ভেসে এলো কথাটি। নাম ঘোষণা করা হবে বিজয়ীর। অর্থাৎ লাক্স-আনন্দধারা ফটোজেনিক ২০০৪-এর নাম। সঙ্গে প্রথম রানার আপ ও দ্বিতীয় রানার আপ। মঞ্চে দাঁড়ানো চূড়ান্ত ৬ সুন্দরী থেকে তিন জনের নাম ঘোষণা করবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গায়িকা রুনা লায়লা। তিনি বসেছিলেন দর্শক সারির প্রথমেই। তাঁর নাম ঘোষণার আগেই মঞ্চের পিছন থেকে ভেসে আসে সুরেলা কণ্ঠের গান 'শিল্পী আমি তোমাদেরই গান শোনাবো...'। না, গান শোনাতে নয় এবার তিনি মঞ্চে এলেন বিশাল দায়িত্ব নিয়ে। মঞ্চে উঠেই তিনি কৌতুক করে গুরুতর অভিযোগ আনলেন আয়োজকদের বিরুদ্ধে। খুঁজছিলেন আসাদুজ্জামান নূরকে। তাকে নাকি কথা দেয়া হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হবে। তারই নাম। কিন্তু তা না করে তাঁকে দিয়ে নাম ঘোষণা করানো হবে অন্যদের। কি আর করা। এখন এই দায়িত্বটাই তিনি সানন্দে পালন করবেন।

মঞ্চে ডাকা হলো ৬ সুন্দরীকে। তাদের বুকের হৃদস্পন্দনের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো যেন সারা হল জুড়ে। এরপর ডাকা হলো লাক্স-আনন্দধারা মিস্ বাংলাদেশ ফটোজেনিক ২০০৩ শায়লা শবনমকে। তিনি পরাবেন বিজরীনীর মাথায় মুকুট।

রুনা লায়লার হাতে প্রথম কার্ডটি তুলে দিলেন ব্রাউনিয়া। কার্ড হাতে নিয়ে টেনশনের নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করলেন তিনি। এরপর দ্বিতীয় রানার আপ হিসেবে ঘোষণা করলেন ঢাকার সুমায়া ইসলামের নাম। তাকে স্যাশ পরিয়ে দিলেন শায়লা শবনম।

এবার প্রথম রানারআপের নাম বলার আগে রুনা লায়লা বললেন, মেয়েটি তাঁর জেলাতো বোন। অর্থাৎ রাজশাহীর মেয়ে। নাম তানজিকা আমীন।

এবার বুক ধুক ধুক আরো বাড়তে থাকলো সবার। মঞ্চে দাঁড়ানো বাকি চার সুন্দরী। সারা অডিয়েন্সে পিনপতন শব্দ নেই। শুধু রুনা লায়লার সুরেলা কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। তিনি আবারো তৈরি করলেন টেনশনের এক নাটকীয় মুহূর্ত। সবার টেনশন যখন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছে তখন তিনি ঘোষণা করলেন লাক্স-আনন্দধারা ফটোজেনিক ২০০৪-এর বিজয়ী কাজী ফাহ্‌রিনা ইসলাম লিমির নাম। দর্শকের উল্লাসে যেন ফেটে পড়লো সোনার গাঁয়ের বলরুম! বিপুল করতালিকে মুখরিত পুরো অডিটোরিয়াম। তাকে মুকুট ও স্যাশ পরিয়ে দিলেন শায়লা শবনম। এভাবে শেষ হলো আগামী দিনের এক নতুন স্বপ্নময় তারকা তৈরির প্রক্রিয়া!

আরিফ খান